



ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখ্যপত্র

গামী দাতা

ত্রৈমাসিক

উন্নয়নের জন্য ত্রিপক্ষীয় অংশীদারীত্বের ওপর জোর প্রদান



উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় অংশীদারীত্বের ওপর জোর প্রদান করলেন ব্যবসায়ীসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি। সরকারি-বেসরকারি ও কর্পোরেট সেক্টরকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা। ১৯ জুন ২০১৩, রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত ‘কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি’ শীর্ষক সেমিনারে এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

ইউনাইটেড নেশন্স অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি)-এর সহায়তায় এবং ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশন ও লায়ঙ্গ ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট ও স্ট্যার্ভার্ড ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই জি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান, বারাত গ্রুপ অব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক লায়ন শেখ আনিচুর রহমান, ইউএনওডিসি’র এইচআইভি এ্যান্ড এইডস-এর আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ গুণাশেখের আর, ইউএনএইডস-এর কান্ট্রি ডি঱েরেল লিওন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আবু তালেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর মিডিয়া ও এ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এফএইচআই ৩৬০-এর টিম লিডার কেএসএম তারিক ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান লায়ন প্রফেসর ডাঃ এম ফকরুল ইসলাম, লায়ন ফখরুরউদ্দিন, কেয়ার বাংলাদেশের ডাঃ রূপালী শিশির বানু এবং ইউএনওডিসির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবিএম কামরুল আহসান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, একটি উন্নয়নশীল ও সীমিত সম্পদের দেশ হিসেবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

মাদকাসক্তির চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশন এর পুরস্কার লাভ

গত ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এমপি, মাদকাসক্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনার স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশনকে পুরস্কার প্রদান করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ।



উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশন পরিচালিত আমিক ১৯৯০ সাল থেকে দেশে মাদকবিরোধী কর্মসূচি এবং ২০০৪ সাল থেকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে আমিক গাজীপুর এবং যশোরে নিজস্ব জমির উপর নির্মিত ভবনে দুটি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

মধুমিতা সম্মাননা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

গত ৪ মে শনিবার ঢাকা আহ্মদিনিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে দিনব্যাপী “মধুমিতা সম্মাননা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১৩” আয়োজন করা হয়। আমিক-মধুমিতা প্রকল্প আয়োজিত মধুমিতা সম্মাননা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দাতা সংস্থা ইউএনএইড-এর অর্থায়নে এবং ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল এর কারিগরি সহায়তায় চলমান মধুমিতা প্রকল্পের আয়োজনে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সুস্থিতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মায়সূদ মানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (জনস্বাস্থ্য) আজম-ই-সাদত এবং ইউএনওডিসির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবিএম কামরুল আহসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

আমিক বার্তা পাতা-১

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে মাদক সমস্যা বর্তমানে বিরাট হুমকি স্বরূপ। মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কারণে পরিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে অবক্ষয় ঘটছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের। এর পাশাপাশি মাদকাসক্তির সাথে যোগ হচ্ছে সন্তাস, চোরাচালন, যা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

ষাট-এর দশকে পশ্চিমা জগতে মাদক ও মাদকাসক্তির প্রচলন ও বিস্তারের সূত্রাপাত ঘটলেও গত বিশ বছরে এর পরিসীমা বিশ্বব্যাপী বহুগণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে স্বল্পন্মত দেশগুলিতে বাইরের দেশ থেকে অবাধে এই মাদকদ্রব্যসমূহ এসে সমাজের প্রতিটি স্তরে বিস্তার লাভ করেছে।

জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক হুমকি ও যুব সম্প্রদায়কে তামাক ও মাদকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস এবং ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ মাদকপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। এ বছরেও একইভাবে এই দিবসটি পালন করা হয়েছে। মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ মাদকপাচার বিরোধী এবারের আন্তর্জাতিক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- “নেশা নয়, স্বাস্থ্যই হোক জীবনের নতুন প্রত্যাশা”।

আমাদের দেশের মাদক সমস্যা নিরসনে যে সমস্ত সংস্থা কাজ করছে, তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দিবস পালনের পাশাপাশি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদেরকে উক্ত দিবসে পুরস্কার প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর পুরস্কার লাভ করেছে।

আমিকেণ্টা

৪৮ বর্ষ ■ ১১ সংখ্যা ■ এপ্রিল-জুন ২০১৩

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

এ.কে. এম. আবিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, উমের জানুয়ার

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
জাহিদুর রহমান খান

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

(১ম পৃষ্ঠার পর মর্মান্বিতা সম্মাননা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১৩)

করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক জিয়াউল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ।



স্বাগত বক্তব্যের পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক শেখর ব্যানার্জি মুধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জনের মধ্যে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সুস্থিতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। এবারের সম্মাননা পেয়েছেন জনাব নাজিমুদ্দিন আহমেদ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন



“নেশা নয়, স্বাস্থ্যই হোক জীবনের নতুন প্রত্যাশা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে গত ২৬ জুন ২০১৩ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে আমিক অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মানব বন্ধন, র্যালী, এবং ওসমানি মিলায়তনে আলোচনা সভা, পুরকার বিতরণী ও আয়োজনের মাধ্যমে মাদকনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিবিষয়ক তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। ইত্যাদি। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর ও যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মীরা ইনহাউজের রিকার্ড ও ক্লায়েন্টদের নিয়ে দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া আমিক মধুমিতা প্রকল্প তাদের দুটি সেন্টারে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে।

**মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন
সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...***

www.amic.org.bd

ফ্লাইং ক্ষোয়াড অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা

গত ২৭ মে ২০১৩ আমিক-মধুমিতা প্রকল্প (এমসি-০১) চাঁনখারপুল সেন্টারে ফ্লাইং ক্ষোয়াড-এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ফ্লাইং ক্ষোয়াড-এর টিম লীডারসহ সকল সদস্যবৃন্দ। আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের কাউন্সেলর নিলুফা ইয়াসমিন ফ্লাইং ক্ষোয়াড-এর উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে, সকল মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক সেবনের কারণে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে বঞ্চিত। এই নির্যাতন ও নিপীড়ণ থেকে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। পরিশেষে সেন্টার ম্যানেজার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

গণমাধ্যমকর্মী ও সমাজস্বীকৃত প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা



ঢাকা আহচানিয়া মিশন, আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের আয়োজনে ময়মনসিংহের গণমাধ্যমকর্মী ও সমাজস্বীকৃত প্রতিনিধিদের সাথে ময়মনসিংহ টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসেসিয়েশন অফিসের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব অমিত রায়, জেল সংবাদদাতা বাংলাভিশন, ময়মনসিংহ। সভায় বিভিন্ন পত্রিকার ১০ জন সাংবাদিক, ২ জন জনপ্রতিনিধি এবং মধুমিতা প্রকল্পের ২ জন স্টাফসহ মোট ১৪ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কার্যক্রম ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মোঃ মাজহারুল ইসলাম, সেন্টার ম্যানেজার “মধুমিতা” প্রকল্প ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিয়ামুল কবির সজল, স্টাফ রিপোর্টার কালের কর্তৃ, বিপ্লব বসাক আর. টিভি, মোঃ আরিফ রববাণী, জনপ্রতিনিধি, ময়মনসিংহ, মোঃ আব্দুল মালান (কমিউনিটি কাউন্সেলর)। সভায় প্রতিনিধিরা আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের কাজের প্রশংসন পাশাপাশি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে লক্ষিত জন গোষ্ঠীকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

আমিক “মধুমিতা” প্রকল্পের ফ্যামিলি সাপোর্ট এন্ড মিটিং

প্রতি মাসের মতো চাঁনখারপুল সেন্টারের উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল এস কে দাস ডি আই সিতে ফ্যামিলি সাপোর্ট দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সুই-সিরিজে দিয়ে নেশা গ্রহণকারীদের মাদকাসক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। নেশা গ্রহণকারীদের সেবাকে আরও কার্যকরী করতে এবং পারিবারিক অভিভূত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে চিকিৎসাপ্রাণ মাদকাসক্ত পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সহযোগিতায় ফ্যামিলি সাপোর্ট হ্রাপ গঠন করা হয়।

কারাগারে এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালা



জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অংগ সংগঠন ইউনাইটেড নেশনস অফিস ড্রাগ এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) রোজা- এইচ-৭১, প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি/এইড্স, যৌনবাহিত রোগ ও মাদক প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এর ১ম ও ২য় বর্ষের ৬টি কারাগারে কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২ মে যশোর, ১৯ মে নারায়ণগঞ্জ এবং ২২ মে ২০১৩ কুমিল্লা কারাগারে তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা (এইচআইভি/এইড্স, যৌনবাহিত রোগ ও মাদক প্রতিরোধ) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে কারাগারসমূহের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, কারা কর্মকর্তা, কারারক্ষী এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক) এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে তিনটি কারাগারে মোট ১০০জন কারা প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

লিগ্যাল সাপোর্ট সিস্টেমের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সভা

গত ১২ জুন ২০১৩ লিগ্যাল সাপোর্ট সিস্টেমের সাথে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সভা করা হয়। উক্ত সভায় সমাজ সেবক মানবাধিকার কর্মী, উকিল, কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওয়ার্ক প্রচেষ্টার প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রিকভারী সদস্যসহ মোট ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। লিগ্যাল সাপোর্ট সিস্টেমের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব মীর শাহীন শাহ মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গত তিন মাসের অর্জন ও সমস্যা নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন একই সেন্টারের কাউন্সেলর মোঃ আমির হোসেন।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি মোঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ, সদস্য এ্যাডভোকেট এস এম নাজুল হক এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোসাঃ ক্যামেলিয়া চৌধুরী। তারা সকলেই আইডি(ইউ)দের আইনি সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কারেন্ট ড্রাগ ইউজারদের সাথে নেটওয়ার্ক সভা

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ আমিক মধুমিতা প্রকল্প-০২ ময়মনসিংহের কৃষ্ণপুর রেলওয়ে কলোনী ডিফেন্স পার্টির ডিউটি অফিসের সামনে কারেন্ট ড্রাগ ইউজারদের প্রোগ্রাম নেটওয়ার্ক সভার অয়োজন করা হয়। শুরুতে উক্ত সভার উদ্দেশ্য, আলোচনার বিষয়, কার্যক্রম, এবং মধুমিতা প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাকী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...

কার্যক্রম ও সেবাসমূহের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আমিক মধুমিতা প্রকল্প-০২ ম্যানেজার মোঃ মাজহারুল ইসলাম এবং কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব মোঃ আব্দুল মালান কারেন্ট ড্রাগ ইউজারদের নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত সংগঠনের সভাপতি জনাব আমির হোসেন নেশার পথ থেকে বের হয়ে এসে সকলকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ১৪ জনকে সংগঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কমিউনিটি ফেসিলিটেশন কমিটির সভা

গত ১৯ জুন ২০১৩ আমিক মধুমিতা প্রকল্পের চাঁচারপুল সেন্টারের উদ্যোগে বংশাল থানায় “কমিউনিটি ফেসিলিটেশন কমিটি” সভা অনুষ্ঠিত হয়। মধুমিতা প্রকল্পের সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও একজন ব্যক্তি যাতে সব ধরনের সেবার আওতায় আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, আমিক মধুমিতা প্রকল্পের কমিউনিটি ফেসিলিটেশন কমিটির সভাপতি জনাব হাজী মোঃ শহিদ মিয়া। সভায় আরও উপস্থিতি ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (সিএফসি মেম্বার), উক্ত থানার পুলিশ, চাঁচারপুল সেন্টারের ম্যানেজার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, কাউন্সেলর জনাব নিলুফা ইয়াসমিন ও কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব মীর শাহিন শাহ। উপস্থিতি সকলে আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমে সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন।

রিকভারিদের মতবিনিময় সভা



আমিক-মধুমিতা প্রকল্প এর চাঁচারপুল সেন্টারে গত ২১ জুন ২০১৩, ২৪ জনের একটি রিকভারি দল মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় রিকভারিয়া তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়, নিজেদের অধিকার ও ভবিষৎ জীবনের করণীয় দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও উক্ত মতবিনিময় সভা থেকে মাদক মুক্ত জীবন ধরে রাখার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের এই সফলতা অব্যাহত রাখার জন্য প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার দিনব্যাপি তবিনিময় সভা করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করা হয়। রিকভারিদের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন সুস্থ জীবন-যাপনকারী জনাব মোঃ জহির উদ্দীনকে সভাপতি ও মোঃ আব্দুস হামাদকে পরিচালনাকারী হিসাবে নির্বাচন করেন। এক দিনব্যাপি-এ মতবিনিময় কার্যক্রমে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব মীর শাহিন শাহ সার্বিক সহযোগিতা করেন।

পরিশেষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শেষ করেন সেন্টারের ম্যানেজার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

তামাকের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে চার কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ



জর্দি, গুল, সাদাপাতাসহ ধোঁয়াবিহীন ও ধোঁয়াযুক্ত তামাকের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে চার কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ। ১৮ শতাংশ মাদকাসক্ত তরঙ্গের হাতে খড়ি হয় বিড়ি বা সিগারেট দিয়ে। ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের উদ্যোগে এবং ক্যাপ্সেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় ১ জুন ২০১৩ মিশন ভবন অডিটোরিয়ামে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উঠে আসে এসব তথ্য।

আলোচনা সভায় বক্তরা বলেন, ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাকজাত দ্বৰা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধনী)-২০১৩ পাশ হয়েছে। তবে এখনও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। তামাক কেন্দ্রান্তরের গোপন তৎপরতা যাতে কোনোক্রমে বিধিমালা প্রণয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে ও লক্ষ্যচূর্ণ করতে না পারে সেজন্য সকল মহলকে সজাগ থাকতে হবে।

ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-হারুন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার (তামাক নিয়ন্ত্রণ) আজম-ই-সাদত। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার আমিন-উল-আহসান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্ধাপন করা হয়। এবছরের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় “তামাকের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ”।

কুমিল্লায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদয়াপন

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে গত ৩১ মে ২০১৩ ঢাকা আহ্বানিয়া মিশন-আমিক আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিএসডিপি), সিওসিসিপিএ-১, কুমিল্লা, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে শহরের টাউন হল মোড় থেকে র্যালী ও সিভিল সার্জেনের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিবোদ্ধা বাহার উদীন বাহার। তিনি বলেন-চার দেয়ালের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে উঠতি

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...



বয়সী ছেলে মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন কৰতে হবে। তিনি আৱান বলেন, ধূমপান ও পানের সাথে তামাক খাওয়া বন্ধ কৰতে হবে। কাৰণ ধূমপানের চেয়ে পানের সাথে তামাক পাঁচগুণ ক্ষতিকৰ। বক্তাৱা আম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্ৰচলিত আইন বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্ৰশাসক মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা কৰেন। জেলা প্ৰশাসক মহোদয় সকলের সুস্থান কামনা কৰে বক্তব্য শেষ কৰেন।

আমিক-মধুমিতা প্ৰকল্পেৰ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্বাপন

৩১ মে ২০১৩ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। এবাবেৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় “তামাকেৰ সকল প্ৰকাৰ বিজ্ঞাপণ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ”। এই প্ৰতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্ৰতিবাবেৰ মতো এবাবেৰ ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্ৰকল্প চাঁনখাপুল সেন্টার ৩১ মে ২০১৩ নিজস্ব ভবনে ও ১১ জুন ২০১৩ জাতীয় প্ৰেসকন্ফাৰ- এ মানববন্ধন ও ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় অংশগ্ৰহণ কৰে।

ধূমপান ও মাদকমুক্ত মডেল ওয়ার্ড গঠনে স্কুল ও কলেজ সচেতনতামূলক কৰ্মসূচি

আমিক ঢাকা শহৰে তামাক নিয়ন্ত্ৰণ ও মাদক প্ৰতিৱেধ বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেৰ সম্পৃক্ত কৰে বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম পৰিচালিত কৰে আসছে। এ কাৰ্যক্ৰমেৰ অংশ হিসেবে ঢাকা-৯ আসনেৰ সংসদ সদস্য সাবেৰ হোসেন চৌধুৱী তাৰ সংসদীয় এলাকাকে তামাক নিয়ন্ত্ৰণ ও মাদক প্ৰতিৱেধে একটি মডেল ওয়ার্ড গঠনেৰ জন্য ধূমপানমুক্ত পাৰিলিক কমপ্লেক্স, সিজেশন ক্লিনিক এবং স্কুল-কলেজভিত্তিক ধূমপান ও মাদক বিৱোধী সচেতনতামূলক কাজ শুৱু কৰেছেন। এই কৰ্মসূচিৰ অংশ হিসেবে গত ২০ জুন ঢাকা আহছানিয়া মিশন খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতা ও জীবন দক্ষতামূলক সভার আয়োজন কৰে। উক্ত সভায় প্ৰতিষ্ঠানেৰ অধ্যক্ষ চিন্তৰঞ্জন সাহা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদেৰ উপস্থিতিতে প্ৰায় ২০০ জন কলেজ ছাত্ৰী অংশ নেয়। আমিকেৰ সিনিয়াৰ প্ৰোগ্ৰাম অফিসাৰ মাহফিদা দীনা রঞ্জিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যক্ৰম পৰিচালনা কৰেন এবং প্ৰোগ্ৰাম অফিসাৰ জাহিদ ইকবাল ভিডিও চিত্ৰেৰ মাধ্যমে তামাক, মাদক ব্যবহাৰেৰ চিত্ৰ তুলে ধৰেন এবং কৰণীয় বিষয়ে মুক্ত আলোচনা কৰেন। প্ৰশিক্ষণ শেষে মাদক ও তামাক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যমূলক শিক্ষা সহায়িকা ও লিফলেট শিক্ষার্থীদেৰ মাঝে বিতৰণ কৰা হয়।

ধূমপান বিৱোধী আম্যমান আদালতে ১১জন-কে জৱিমানা

জনসাধাৰণেৰ স্বাস্থ্য রক্ষাৰ্থে সৱকাৰৰ ধূমপান ও তামাকজাত দ্বাৰা ব্যবহাৰ (নিয়ন্ত্ৰণ) আইন ২০০৫ প্ৰনয়ণ কৰেছে। যা বৰ্তমানে সংশোধনেৰ প্ৰক্ৰিয়ায় রয়েছে। উল্লেখ্য আইন অনুসাৰে সকল পাৰিলিক প্ৰেস ও পাৰিলিক পৰিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ। এৱই ধাৰাবাহিকতায় গত ২০ মে ২০১৩ দুপুৰ ১২ টায়



বিজ্ঞ নিৰ্বাহী ম্যাজিস্ট্ৰেট সারা সাদিয়া তাজনিন-এৰ নেতৃত্বে ধূমপান বিৱোধী আম্যমান আদালত ঢাকা শহৰেৰ অন্যতম পাৰিলিক প্ৰেস কমলাপুৰ রেলস্টেশনে ধূমপান কৰাৰ অপৰাধে ১০ জন ব্যক্তিকে ৫০ টাকা ও ১ জনকে ৩০ টাকা, সৰ্বমোট ৫৩০ টাকা জৱিমান আদায় কৰা হয় এবং এ সময় ভাৰ্মান আদালত ৩৩ টি সিগাৱেটেৰ দোকানে বিজ্ঞাপন দেখেন, যা বৰ্তমান আইনেৰ পৰিপন্থি ও শাস্তিযোগ্য অপৰাধ। ভাৰ্মান আদালত বিজ্ঞাপনগুলো কালো রং দিয়ে নষ্ট এবং বিক্ৰেতাকে সতৰ্ক কৰেন। এ ধূমপান বিৱোধী ভাৰ্মান আদালত পৰিচালনায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন এৰ কৰ্মকৰ্ত্তবৃন্দ, শাহজাহানপুৰ থানাৰ পুলিশ সদস্য ও কমলাপুৰ রেলওয়েৰ কৰ্তৃপক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন কৰেন।

তিনটি জেলা ও একটি বিভাগেৰ সকল রেন্টেৱাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা



ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেন্টেৱাঁ মালিক সমিতি রেন্টেৱাঁসমূহ শতভাৱে ধূমপানমুক্ত রাখাৰ মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যেৰ উন্নয়নকল্পে একসাথে কাজ কৰেছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ধূমপানমুক্তকৰণ নিদেশিকা তৈৰি এবং তা বাস্তবায়নেৰ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এৱ আলোকে ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেন্টেৱাঁ মালিক সমিতি গত ৫ মে বঙ্গড়া, ১২ মে যশোৱ, ১৬ জুন সাতক্ষীৱা এবং ২৪ জুন সিলেটে ধূমপানমুক্তকৰণেৰ প্ৰয়োজনীয়তা শীৰ্ষক কৰ্মশালার আয়োজন কৰে। কৰ্মশালায় বঙ্গড়া, যশোৱ, সাতক্ষীৱা, এবং সিলেট এ বিভিন্ন স্থানে প্ৰায় ৪০ জন রেন্টেৱাঁ মালিক, মালিক সমিতিৰ সভাপতি, সিটি মেয়াৰ এবং সাধাৰণ সম্পাদকগণ অংশগ্ৰহণ কৰেন।

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

আমিক বাত্তা পাতা-৫

(৫ম পৃষ্ঠার পর তিনটি জেলা ও একটি বিভাগের সকল...)

কর্মশালাগুলোতে তামাক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি এবং এই চারটি জেলার সকল রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি যৌথভাবে তাদের বিভাগের সকল রেস্টোরাঁকে ধূমপানমুক্ত রাখার ঘোষণা দেন। সবশেষে প্রধান অতিথি রেস্টোরাঁ মালিকদের ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিকের পক্ষ থেকে “ধূমপান মুক্ত রেস্টোরাঁ” লেখা সাইনেজ হাতে তুলে দেন।

ধূমপান বিরোধী পিপলস্ ফোরামের উদ্যোগে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্যাপিত

গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইন ২০১৩ পাশ করা হয়। এই সংশোধনী আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো, সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে ৫ মে ঢাকা আহচানিয়া মিশন রাজধানীর ওয়ারী থেকে শুরু করে সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, কমলাপুর ও বাহাদুরশাহ পার্কে ট্রাকের অস্থায়ী মধ্যে তামাক ও ধূমপান বিরোধী ভায়মান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানটি সকাল ১০ টা থেকে শুরু করে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চলে। অন্যদিকে গত ২৫ মে “তামাকের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ধূমপান বিরোধী পিপলস্ ফোরামের উদ্যোগে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহযোগিতায় উদ্যাপিত হয় এবারের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৩। তামাক কোম্পানীর অপপ্রচারণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভায়মান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলে দিনব্যাপী তামাক ও ধূমপান বিরোধী প্রচারণা। অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় সংসদীয় এলাকা ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে তার নির্বাচনী এলাকায়।

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন সাবেক কাউন্সেলর, লালবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির। এরপর চকবাজার, অজিমপুর, নীলক্ষেত্র ও নিউমার্কেট এলাকাসমূহে তামাক ও ধূমপান বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিকেল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাউল গানের মাধ্যমে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও সংশোধিত আইনের নতুন এবং সংশোধিত দিক তুলে ধরা হয়। এসময় উপস্থিত জনগণের মধ্যে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম ঢাকা-৭ এর উদ্বোধন

২৭ এপ্রিল'১৩ ঢাকা-৭ সংসদীয় এলাকায় ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম গঠিত হয়েছে এবং নবগঠিত



নাগরিক ফোরামের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। ঢাকা-৭ সংসদীয় এলাকার একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৫ সদস্যের নবগঠিত ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরামের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, এমপি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ধূমপান শুরু নিজের ক্ষতি করে না, আশে পাশে যারা থাকে তাদেরও সমান ক্ষতি করে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম নিজেদের এলাকায় পাবলিক প্লেসে ধূমপান করিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করবে।

এ ছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকারের কাছে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরবে।

অনুষ্ঠানে তামাক ও ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে লালবাগের সাবেক কমিশনার হুমায়ুন কবির এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কে। এম কবির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা তৈরি মতবিনিময় সভা



গত ৯ এপ্রিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর জন্য ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা তৈরির দ্বিতীয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আনন্দ আলী খান। মতবিনিময় সভায় ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকার একটি খসড়া উপস্থাপন করা হয়। এতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সচিব, আইন কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তা ও সহকারী স্বাস্থ্যকর্মকর্তাগণ মতামত প্রদান করেন। তাদের মতামতসহ সংশোধিত ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকাটি যাচাই বাছাইয়ের পর প্রশাসক মহোদয়ের কাছে প্রদান করিবে।

উল্লেখ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে ঢাকা আহচানিয়া মিশন-এর একটি সমরোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর আলোকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি করতে যাচ্ছে। ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরির বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে ঢাকা আহচানিয়া মিশন।

**৩০ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস এবং ২৬
জুন মাদকপ্রবেশের অপব্যবহার ও পাচার
বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করুন।**

গাজীপুর কেন্দ্রের ১০ম বছরে পদার্পণ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা এবং সমন্বিত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে আমিকের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের আওতায় গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে ২০০৪ সালে আহচানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে। দেশ ও দেশের বাইরে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রায় সহস্রাধিক মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। গত ৪ মে প্রতিষ্ঠানটির ১০ম বছর পদার্পণ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ নাটকিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় সেন্টার ম্যানেজার কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাদকাসক্তি চিকিৎসায় অবদানের জন্য ১ম স্থান অর্জনের স্বীকৃতি লাভ করেন।

গাজীপুর সেন্টারে বাংলা নববর্ষ উদযাপন

গত ১৪ এপ্রিল ১লা বৈশাখ আমিক মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর সেন্টারে আয়োজন করে বাংলা নতুন বর্ষবরণ ১৪২০। দিনব্যাপী এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল ইন-হাউজ বন্ধুদের নামে বৈশাখী খেতাব, দেয়াল পত্রিকা 'বৈশাখী' উন্মোচন, বিশেষ খাবার পরিবেশন এবং সন্ধ্যায় আনন্দময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনা। দিবসটিতে ইন-হাউজে ছুটি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডি.টি.সি আমিক গাজীপুর সেন্টারের এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার ফারুক হোসেন। ক্লিন বার্থ-ডে'র অনুভূতি ব্যক্ত করেন সেন্টারের একজন রিকভারী বন্ধু। ইন-হাউজ বন্ধুদের পক্ষ থেকেও অনুভূতি ব্যক্ত করেন অনেকে। উপভোগ্য এ অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ফেলো বন্ধু শান্তনু জামান।

এফএইচআই ৩৬০ এর প্রতিনিধির গাজীপুর সেন্টার পরিদর্শন

গত ১৭ এপ্রিল ২০১৩ আমিক, গাজীপুর সেন্টারে মধুমিতা প্রকল্পের এফএইচআই ৩৬০ এর কান্ত্রি ডিরেক্টর জনাব তরিকুল কে, এস, এম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব তরিকুল কে, এস, এম সেন্টারের সকল কর্মীদের সাথে কুশলাদি জ্ঞাপন ও মধুমিতা প্রকল্পে চিকিৎসাধীন সকল রোগীর বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান এবং সকল ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খবর নেন। তিনি সরেজমিনে চিকিৎসা ও সেবার মান সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করেন এবং ভিসিট ল্যাব পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি এফএইচ ৩৬০ আই এর ট্রেনিং প্রাওয়া স্টাফদের সাথে পরিচিত হন। পরিদর্শনকালে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব শেখের ব্যানার্জী উপস্থিতি ছিলেন। তিনি আমিক, মধুমিতা প্রকল্প গাজীপুরে কর্মরত সকল কর্মীদের আরও কিছু এফএইচআই ৩৬০ এর উন্নত ট্রেনিং দেয়া ও ট্রিটমেন্ট এন্ড ডকুমেন্টের প্রক্রিয়া সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য একটি স্থায়ী পদ তৈরি করা যায় কিনা তা বিবেচনায় আনতে প্রস্তাব রাখেন।

অনুষ্ঠানে আমিক-প্রতিনিধিরা ঢাকা আহচানিয়া মিশনের মাদক প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ওডিআইসি কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

ডিএনসিসি, পি.এ-৫ এর স্টাফ পরিয়েটেশন



গত ১৮ মে ২০১৩ ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক) কর্তৃক পরিচালিত “আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট” ডিএনসিসি, পি.এ-৫ এর সকল স্টাফদের নিয়ে প্রারম্ভিক সভা ও স্টাফ পরিয়েটেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব ধীরাজ কুমার নাথ, স্টাফ কনসালটেন্ট, এডিবি। এ ছাড়াও উপস্থিতি ছিলেন জনাব আবু বকর ছিলীক, প্রকল্প পরিচালক, ইউপিএইচসিএসডিপি, বিথেঃ জেনারেল জনাব ডাঃ আফজালুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সারমীন মিজান, ডিপিডি, ইউপিএইচসিএসডিপি জনাব ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও শেখের ব্যানার্জী কোঅর্ডিনেটর ঢাকা আহচানিয়া মিশন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পরিচালক জনাব বিথেঃ জেনারেল ডাঃ ফজলুর রহিম।

পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু সেবা সংগ্রাহ পালন



ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক) পরিচালিত “আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট” ডিএনসিসি পি.এ-৫ আওতায় উন্নত জনগণকে মানসম্মত ও সুলভে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য গত জানুয়ারি ২০১৩ থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত পালিত হলো “পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু সেবা সংগ্রাহ ২০১৩”। সংগ্রাহব্যাপী এ কার্যক্রমে

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৭ম পৃষ্ঠার পর পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু...)

৬টি পিইচিসিসি ও ১টি সিআরএইচসিসির মাধ্যমে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং দেয়া হয় ও তাদের সাথে দলীয় সভা করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন রোগের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও করণীয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ সকলকে অবহিত করেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবার মান কীভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায়, সেবা গ্রহীতাদের কোনো প্রকার অভিযোগ বা পরামর্শ আছে কি না, এ সকল বিষয় নিয়ে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধিসহ ঢাকা আহচানিয়া মিশন কী কী সেবা প্রদান করে থাকে তা তুলে ধরা হয়।

যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন

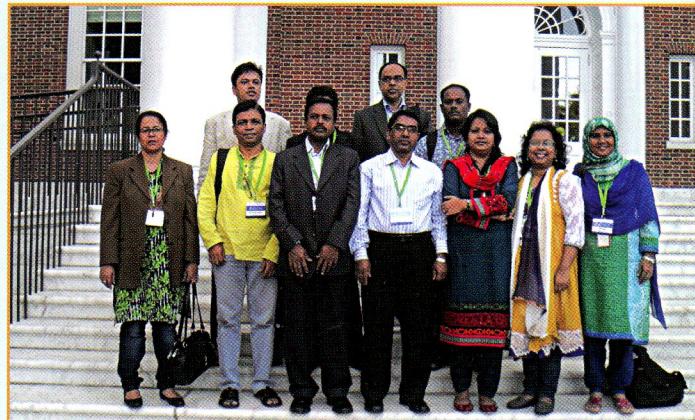
আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্টের জিএফএটিএম ডিএনসিসি, পি-এ-০৫-এর এপ্টিল থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিল গ্যার্মেন্টস কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, ফার্মেসী মালিক, এনজিও কর্মী, এইচআইভি এবং যক্ষায় আক্রান্ত সুস্থ রোগীদের নিয়ে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের উপর সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন সভা। এছাড়াও যক্ষা বিষয়ক নাটক, জরিগান ও ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউপি-এইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পি-এ-০৫, ঢাকা আহচানিয়া মিশন-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ কামরুল হোসেন, পি-এইচসিসি-৩-এর ফিজিশিয়ান ডাঃ দিলরুবা ইসলাম, পি-এইচসিসি-১ এর ফিজিশিয়ান, ডাঃ রেহনুমা আফরিন, পি-এইচসিসি-২ এর ফিজিশিয়ান ডাঃ শাহেলা রহমান, জিএফএটিএম-এর মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন, এমআইএস এন্ড কোয়ালিটি এ্যাশিওরেস অফিসার মোঃ সাইদুল আলম সাইদ, ব্র্যাক-এর সিনিয়র সেন্ট্রের বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাদিয়া শারমিন সোমা, এবং রিজিওনাল ম্যানেজার, নিরঞ্জন চন্দ্র দে।

সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ কামরুল হোসেন প্রাইমারি স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারী সেবা কার্যক্রম মনিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও ডাঃ দিলরুবা ইসলাম যক্ষা রোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেন। ডাঃ রেহনুমা আফরিন বাংলাদেশে যক্ষা চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা, জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, আইপিটি চিকিৎসা এবং এমডিআর টিবি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন যক্ষা রোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা, যক্ষা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আউটরিচ ড্রপ ইন সেন্টার বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

দি কলম্বো প্লান ড্রাগ এ্যাডভাইজরী প্রোগ্রাম-এর আয়োজনে ১৯-২১ মে ২০১৩ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আউটরিচ ড্রপ-ইন-সেন্টার (ওডিআইসি) অনুষ্ঠানে আমিক-ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক জনাব ইকবাল মাসুদ এবং কোঅর্ডিনেটর শেখের ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, ভুটান, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তানের ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজ দেশের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে কলম্বো প্লান ড্রাগ এ্যাডভাইজরী প্রোগ্রামের সহযোগিতায়-আমিক, মাদকাসক্ত ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আউটরিচ ড্রপ-ইন-সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা দিয়ে আসছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমিক-প্রতিনিধিরা ঢাকা আহচানিয়া মিশনের মাদক প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ওডিআইসি কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

আমেরিকায় গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল লিডারশীপ প্রোগ্রামে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ



জন হপকিনস স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল ইনসিটিউট কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল লিডারশীপ প্রোগ্রাম গত ৩ থেকে ১৪ জুন ২০১৩ আমেরিকার বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্বের একুশটি দেশের একশত দুইজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল লিডারশীপ প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো- দেশে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তামাকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা। প্রতিবছরের মতো এ বছরও বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এ বছর ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ দলে ছয়জন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পাঁচজন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং দুই জন সাংবাদিক প্রতিনিধি ছিলেন। আমেরিকার বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা আহচানিয়া মিশন থেকে আমিক এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে জড়িত বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এছাড়া বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ তাদের দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফলতা অর্জনে তাদের পদক্ষেপগুলো সবার মাঝে তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে তিনি আমিকের প্রশিক্ষণরত সকলের সাথে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করেন এবং আমরা কীভাবে আমাদের দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগাতে পারি তা ব্যাখ্যা করেন।

মাদকাস্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩০৫৫৫৫৫৫,

ঢাকা: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬, ৮১৫১১১৪



আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd